দৈনিক ইনকিলাব
তারিখ ... 3 DEC 2012 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

খুবির ২১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত

উৎসব মুখর পরিবেশে বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যদিয়ে গত ২৪ নভেম্বর খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস পালিত হয়। এ উপলক্ষে সকাল ১০টায় শিববাড়ী মোড় থেকে রয়েল চত্বর পর্যন্ত এক বর্ণাঢ্য র‌্যালি বের করা হয়। র‌্যালিতে ভিসি (অতিরিক্ত দায়িত্ব) প্রফেসর ড. মোহাম্মদ ফায়েক উজ্জামান নেতৃত্ব দেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার ফকির আবু হোসেন, ডিন, রেজিস্ট্রার, ডিসিপিন প্রধান, ছাত্র-বিষয়ক পরিচালক বিভাগীয় প্রধানসহ বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-কর্মকর্তা, কর্মচারী অংশ নেন। বিকেলে শহীদ মিনার চত্বরে ছাত্র-বিষয়ক পরিচালকের দফতরের ব্যবস্থাপনায় এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

ক্যাম্পাসে আনন্দ উচ্ছ্বাসের জোয়ার

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে ক্যাম্পাসের সকল অঙ্গন সজ্জিত করা হয় নতুন আঙ্গিকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটক থেকে শুরু করে সমস্ত ক্যাম্পাস জুড়ে চলে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপনের প্রস্তুতি ও সাজসজ্জা। ফেস্টুন, ব্যানার, প্লে-কার্ড ইত্যাদি দিয়ে সজ্জিত করা হয় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস। সবচেয়ে আকর্ষণীয়, জাঁকজমকপূর্ণ, প্রাণবন্ত, সুন্দর, উৎসব মুখর এবং ব্যাতিক্রমী ছিল এবারের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী। ছোট-বড় সকলে যেন মেতে ওঠে এক অনাবিল আনন্দে। এ বিশ্ববিদ্যালয় দিবস পালনের মাধ্যমে সবার একত্রিত হওয়ার সুযোগ ঘটে, মূল্যায়িত হয় কার্যক্রম। সৃষ্টি হয় উৎসব মুখর সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশের। বিদ্যমান অবস্থার উন্নয়নে সূচিত হয় নতুন উদ্যম, উদ্যোগ ও প্রেরণার। জ্ঞান-গবেষণা চর্চার এই শীর্ষ বিদ্যাপীঠের মূল্যায়নের পাশাপাশি নতুন করে শুরু হয় সম্মিলিত সম্মুখ অভিযাত্রার। তাই এ দিনে হাস্যোজ্জ্বল-প্রাণোচ্ছল ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতিতে মুখরিত হয়ে ওঠে পুরো ক্যাম্পাস।

শিক্ষার্থীর বক্তব্য

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফরেস্ট্রি ডিসিপিনের ২য় বর্ষের ছাত্র লক্ষ্মীপুর জেলার ছেলে সুরেশ নিকটস্থ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পেয়েও দীর্ঘ ২০ ঘণ্টার পথ পাড়ি দিয়ে পড়তে এসেছেন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে। কিন্তু কেন এত দূর আসা? এমন প্রশ্ন করতেই অনেকটা এরকম অনুভূতি তার- 'আমি অন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পেয়েও এ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে এসেছি কারণ এখানে লেখাপড়ার মান ভালো, সেশনজট কম। ছাত্রদের মধ্যে হাঙ্গামা কিংবা মারামারি হয় না এ বিশ্ববিদ্যালয়ে। দেশের অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো এখানে নেই কোন নোংরা ছাত্ররাজনীতি। নেই কোন সন্ত্রাস, মারামারি, খুন, ভাঙচুর কিংবা অবরোধ। তাছাড়া এখানে লেখাপড়ার পরিবেশ ও মান অনেক ভালো।'

সঙ্কট ও সমস্যা

প্রতিষ্ঠার পর থেকে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক সাফল্য ও সুনাম ধারাবাহিকভাবে অব্যাহত থাকলেও সমসাময়িককালে প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় এখানে অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং আনুসাঙ্গিক অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারিত হয়নি। ফলে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অমিত সম্ভাবনা থাকলেও প্রয়োজনীয় উন্নয়ন বরাদ্দ না পাওয়ায় কাজে গতি বৃদ্ধি পাচ্ছে না। বিগত বছরসমূহে সরকারি অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রেও ব্যাপক বৈষম্যের শিকার হয়েছে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়। এখনো তৈরি হয়নি প্রয়োজনীয় অবকাঠামো, কেন্দ্রীয় অডিটরিয়াম, টিএসসি ভবন, কেন্দ্রীয় মসজিদ, ডরমেটরি, খেলার মাঠ, ব্যায়ামাগার, পূর্ণাঙ্গ মেডিকেল সেন্টার, সীমানা প্রাচীর। রয়েছে ব্যাপক আবাসন, ক্লাসরুম ও পরিবহন সংকট। অর্থাভাবে আটকে আছে অতিরিক্ত প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহণের বিষয়টিও। তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর হলেও আজও পর্যন্ত আবাসিক হলে ইন্টারনেট সুবিধা পায়নি ছাত্রছাত্রীরা।

ভিসির বক্তব্য

বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের প্রাক্কালে বর্তমান ভাইস-চ্যান্সেলর (অতিরিক্ত দায়িত্ব) প্রফেসর ড. মোহাম্মদ ফায়েক উজ্জামান সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেছেন, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অমিত সম্ভাবনা রয়েছে। সম্মিলিত প্রচেষ্টায় খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়কে সামনে এগিয়ে নিতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় দিবস প্রকৃত অর্থে বিগত দিন বা বছরের কার্যক্রম মূল্যায়নের দিন। আমাদের অতীতের অভিজ্ঞতায় বর্তমানের প্রচেষ্টায় আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার মানসেই নতুন উদ্যমে সামনে এগিয়ে যেতে হবে।

□ মো. সোহরাব হোসেন বিটুল